দৈনিক জনকণ্ঠ

10

তারিখ 24 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ছাত্রছাত্রীদের আমরণ অনশন অব্যাহত

কোন অবস্থাতেই বুয়েটে ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তন হবে না ॥ সাংবাদিক সম্মেলনে উপাচার্য

বুয়েট রিপোর্টার ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়েছে। উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, কোন অবস্থাতেই ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তন করা হবে না। অন্যদিকে স্থাপত্য বিভাগের পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আমরণ অনশন করছে। বিভিন্ন সংগঠন নতুন ভর্তি পদ্ধতির পক্ষে-বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছে। ছাত্রদল বুয়েট শাখার আহ্বানে সোমবার ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। দারোয়ান কর্তৃক ছাত্র প্রহার ও স্থাপত্য বিভাগের সমস্যা সমাধানের দাবিতে এ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল।

উপাচার্যের সাংবাদিক সম্মেলন

উপাচার্য ডঃ ইকবাল মাহমুদ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আগামী ২৮ মার্চ নতুন ভর্তি পদ্ধতিতেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নিজ বাসভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কিছু ছাত্রছাত্রী আন্দোলন করছে।

উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেকের সাথে তিনি বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন। তাঁরা একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের ১শ' ৬৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র এগারো শিক্ষক ভিন্নমত পোষণ করেন। গণতান্ত্রিক নিয়মে ১শ' ৫২ জন শিক্ষকের মতামত উপেক্ষা করে এগারো শিক্ষকের মতকে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব নয়।

উপাচার্য বলেন, স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান পরিবর্তন করে পদার্থ বিজ্ঞান সংযোজন করা হয়েছে। পূর্বেও ড্রয়িং ছিল এখনও ড্রয়িং আছে। তবে ড্রয়িংয়ে পাস করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি জানান, গত দু'বছরে তিন দিনে তিনটি ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভর্তিচ্ছুদের বারবার আসতে বিভিন্ন অসুবিধা হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কেও পোহাতে হয় বিভিন্ন ঝামেলা। তাই একই দিনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হলে এসব ঝামেলা থেকে ছাত্র-শিক্ষক সকলে রেহাই পাবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ফারুক এইউ খান, ডঃ সোহরাব উদ্দীন আহমেদ, ডঃ আলমগীর মুজিবুল হক, ডঃ জাকেরুল্লাহ, ডঃ কামরুল আহসান, ডঃ নজরুল ইসলাম, প্রফেসর মাইনুল হক, মোহাম্মদ শাহজাহান, আসাদউল্লাহ খান ও তারেকুল কাদের মীর্জা।

আমরণ অনশন

এদিকে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা আলাদাভাবে নেয়ার দাবিতে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা গত রবিবার থেকে আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছে। উপাচার্য সোমবার সকালে তাদের দেখতে যান এবং অনশন প্রত্যাহারের জন্য বলেন; কিন্তু তারা তাদের দাবিতে অটল রয়েছে। ইতোমধ্যে পাঁচ-বারো জন ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে।